গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১ সংখ্যা	১১ - ১৭ আগস্ট ২০২৩	www.ganadabi.com	আট পাতা	মূল্য ঃ ৩ টাকা

স্পর্ধার ব্রিগেড প্রত্যয়ের ব্রিগেড

LONG LIVE PROLETARIAN INTERNATIONALISM
SUCI (COMMUNIST)
CENTRAL COMMITTEE
THE PROLETARIANS HAVE NOTHING TO LOSE BUT THEIR CHAINS. THEY HAVE A WORLD TO WIN.

ধূসর আকাশের নিচে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ সুউচ্চ মঞ্চ। লাল পতাকা ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলেছে। বুকে আঁকা কমরেড শিবদাস ঘোষের দীপ্ত মুখ— শোষণমুক্তির শপথে উজ্জ্বল মমতাভরা চোখদুটিতে বিপ্লবের স্বপ্ন। মঞ্চের সামনে থেকে মাঠের বিপরীত প্রান্তে বিশাল লাল তোরণের দিকে যতদূর চোখ যায়— শুধু মানুষ আর মানুষ। এ জনসমুদ্র প্রত্যয়ে স্থির, সংগ্রামী শপথে দৃঢ়, সত্য সন্ধানে উদগ্রীব। মঞ্চে আসীন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে গভীর আগ্রহে তাঁরা জেনে নিতে চান আগামী সংগ্রামের দিশা। ৫ আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, দলের প্রতিষ্ঠাতা, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে এই ছিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মহা-সমাবেশের ছবি।

দেশের প্রান্তে প্রত্যন্তে পৌঁছেছিল আহ্বান— ৫ আগস্ট ব্রিগেড চলো। প্রিয় দলের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিটি রাজ্য থেকে দলে দলে মেহনতি নারী-পুরুষ-ছাত্র-যুব সে দিন সমবেত হয়েছিলেন ব্রিগেডের মাঠে। দুর্লঙঘ বাধার পাহাড় একটু একটু করে সরিয়ে দেশের মাটিতে একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করার অসাধ্যসাধনে সামিল হয়ে তরুণ কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী স্পর্ধায় একদিন বলেছিলেন, "যদি কিছু নাও করতে পারি, অন্তত একটা ইট গেঁথে দিয়ে যাব..."। শুধু ইট গাঁথা নয়, এস ইউ সি আই (সি) পার্টি গঠন করে যে ইমারতের সূচনা তিনি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজ সুউচ্চে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ৫ আগস্ট ব্রিগেডের মহাসমাবেশ তারই সাক্ষ্য দিয়ে গেল। বিপুল এই জনসমাবেশ দেখিয়ে দিয়ে গেল, নীতিহীন ভোটসর্বস্বতা নয়, গণআন্দোলন তথা লড়াই-সংগ্রামই বিপ্লবী রাজনীতির শক্তির আসল উৎস।

কোথা থেকে না এসেছিলেন মানুষ! উত্তরে হিমালয় পর্বতপ্রান্তের হিমাচল প্রদেশ, সিকিম থেকে শুরু করে গোটা উত্তর ভারত-মধ্য ভারত হয়ে দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলের সমস্ত রাজ্য, পশ্চিমে গুজরাট, রাজস্থান থেকে পূর্ব প্রান্তের আসাম সহ অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে এসেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। এমনকি সংঘর্ষে বিধ্বস্ত মণিপুর থেকেও বহু মানুষ প্রবল আগ্রহ নিয়ে শুনতে এসেছিলেন তাঁদের প্রাণের দল এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ। এ রাজ্যের জেলাগুলি থেকে দলে দলে মানুষ এসেছিলেন স্পেশাল ট্রেন কিংবা কামরা রিজার্ভ করে, বাস ভাড়া করে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলি থেকে নৌকায় দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন মানুষ। এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের ছিটমহলের বাসিন্দারাও। অন্য রাজ্যগুলি থেকেও

দুয়ের পাতায় দেখুন

ব্রিগেড থেকে ফিরে

৫ আগস্ট, বিশাল জনসমুদ্র ব্রিগেডে। কোথা থেকে এল এত মানুষ? এই জনসমুদ্রে মিশেছিলেন শুধু এস ইউ সি আই (সি)-র কর্মী সমর্থকরা নন— তার বাইরেও এক বিরাট অংশের জনগণ এসেছিলেন কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শোনার জন্য। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বড় অংশের বামপন্থী মানুষ, যাঁরা তাঁদের দলের নেতাদের আপস এবং নীতিহীন আচরণ দেখতে দেখতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং অপেক্ষা করছিলেন এমন একটি কর্মসূচির জন্য যা তাঁদের মনের আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেবে। তেমনই ছিলেন অন্য দলগুলির শুভবুদ্ধির এবং গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ব্রিগেড সমাবেশের ডাক এবং তার প্রচার তাঁদের সবাইকে টেনে নিয়ে এসেছে ব্রিগেডে। ব্রিগেড সমাবেশ থেকে ফিরে তাঁদের যে প্রতিক্রিয়া তার যতটুকু সংগ্রহ করা গেছে তার সামান্য অংশ পাঠকদের কাছে আমরা তুলে ধরছি।

আপনার কোনও অসুবিধা হবে না

ব্যারাকপুরের বাসিন্দা পার্টির এক দৃঢ় সমর্থকের বাবা মারা যাওয়ায় ৫ আগস্ট থাকতে পারেননি বলে খুব মনোকষ্টে ছিলেন। কিন্তু ওনার পরিচিত দু'জন, যাঁদের উনি গণদাবী দেন তাঁদের ব্রিগেডে আসতে বলেছিলেন। তাঁদেরই একজনের অভিজ্ঞতা— এত লোক এস ইউ সি আইয়ের!

সাতের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি, বিদ্যুৎ আইন, বনাঞ্চল ধ্বংস আইন, উষ্ণায়ন প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধি সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে

গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

তৃণমূল বলেছিল বদল আনবে, কোথায় সেই বদল !

স্পর্ধার ব্রিগেড

একের পাতার পর

স্পেশাল ট্রেনে বা কামরা রিজার্ভ করে, কিংবা বাস নিয়ে কর্মী-সমর্থকরা এসেছিলেন। জলের অভাব, পর্যাপ্ত খাবার নেই, প্রয়োজনের তুলনায় কম জায়গায় কোনও রকমে একটু ঠাঁই করে নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে এসেছিলেন তাঁরা। কাউকে কোলের শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়েছে। সাথী প্রবীণ কমরেডদের কষ্ট লাঘব করতে অনেককেই বাস-ট্রেনের মেঝেয় বসে আসতে হয়েছে। অসুস্থতা উপেক্ষা করে এসেছেন অনেকে। কোথাও শেষ মুহূর্তে ট্রেন বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ, কোথাও অন্য কোনও বিপর্যয়। কিন্তু কোনও বাধাই আটকাতে পারেনি তাঁদের। অসীম দৃঢ়তায় সমস্ত অসুবিধা দূরে ঠেলে দিয়েছেন। তাঁরা যে আসছেন শোষণমুক্তির দিশারি মহান নেতার জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে! কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁদের বুকের গভীরে। তিনি বলেছিলেন, কমিউনিস্টদের সংগ্রাম সত্য সাধনার সংগ্রাম। বলেছিলেন, এ যুগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সত্যকে জানবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সর্বহারা শ্রেণির। সেই সত্যের সন্ধান পেয়ে, আগামী সংগ্রামের পথনির্দেশ বুঝে নিতে গোটা দেশ থেকে সব স্তরের খেটে-খাওয়া মানুষ সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন ব্রিগেডের মাঠে। উপস্থিত হয়েছিলেন বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা।

শিয়ালদহ থেকে ব্রিগেডমুখী মিছিল

৫ আগস্ট মহান নেতার ছবিতে মাল্যদান। আলিপুর উত্তীর্ণে

সকাল থেকেই সেদিন নানা দিক দিয়ে মিছিল করে দলে দলে মাঠে ঢুকতে শুরু করেছিলেন মানুষ। মিছিল তো নয়, এ যেন উত্তাল জনতরঙ্গ! বলিষ্ঠ স্লোগানে মথিত হচ্ছে আকাশ। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত স্লোগানের তালে তালে বারে বারে উত্থিত হচ্ছে ঊর্ধ্বপানে। পথশ্রম, রোদ-বৃষ্টির আঁচড়ে চোখ-মুখে ফুটে ওঠা শ্রান্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রিয় দলের ডাকে প্রিয়তম নেতার জন্মশতবর্ষের সমাবেশে যোগ দেওয়ার আনন্দ। মুক্তিসংগ্রামে সামিল হওয়ার শপথ প্রাণবন্ত সেইসব মিছিলে মিছিলে। পোশাকে চাকচিক্য নেই, কিন্তু শোষণমুক্ত আগামী সমাজের স্বপ্নে বিভোর চোখগুলির উজ্জ্বলতা যেন সূর্যের দীপ্তিকেও হার মানায়।

ব্রিগেডের পথে ঃ

SHIBDAS GHOSH
SUCI
Tamilnadu

তামিলনাড়ু

কাঁ. শিবদাস
5
জনস
SUCI

মধ্যপ্রদেশ

Great Leader of the Proletariat
Comrade
Shibdas
Ghosh
Birth Centenary Observance
SUCI
COMMUNIST
KERALA STATE

কেরালা

ব্রিটিশের হাত থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও রাষ্ট্রক্ষমতা পুঁজিপতি শ্রেণির করায়ত্ত হওয়ায় জনসাধারণের শোষণমুক্তি যে ঘটেনি এবং একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া এ মুক্তি অসম্ভব— মার্ক্সবাদের শিক্ষার আলোকে এ কথা সেদিনই ধরতে পেরেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সমাজমুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষায়, শোষিত মানুষের প্রতি অসীম মমতায় মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে ১৯৪৮ সালে এ দেশের বুকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন যথার্থ একটি কমিউনিস্ট দল— এস ইউ সি আই (সি)। তাঁর সমগ্র জীবনসংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই দলটির গড়ে ওঠা ও বিকাশের সঙ্গে। এ দেশের জনসাধারণের শোষণমুক্তির সংগ্রামের অগ্রদূত মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গত এক বছর ধরে তাই নানা কর্মসূচি উদযাপন করে এসেছে দল, গত বছর দিল্লিতে এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে যার সূচনা। এ বছরের ৫ আগস্ট সেই কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। গণআন্দোলনের কত শহিদের রক্তে লেখা এই দলের ইতিহাস! মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে শত শহিদজননীর চোখের জল আর দেশের কোটি কোটি শোষিত নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা বুকের গভীরে বহন করে সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে গণআন্দোলনের পথ ধরে একটু একটু করে বড় হয়েছে এই দল। রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সরকারি ক্ষমতার ছিটেফোঁটা নেই, নেই একজনও এমএলএ-এমপি, তা সত্ত্বেও দলের ডাকে ৫ আগস্ট ব্রিগেডে উপচে পড়া বিপুল জনসমাবেশ দেখে কর্মী-সমর্থক-দরদিরা যেমন, তেমনই বামপন্থী ও গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ সকলেই তাই আনন্দে উদ্বেল। আবেগে কারও চোখে জল।

গত এক বছর ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দেশ জুড়ে অসংখ্য সভা সমাবেশ উদ্ধৃতি ও ছবি প্রদর্শনী, বুকস্টল সহ অসংখ্য কর্মসূচির পাশাপাশি দলের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি চালিয়ে গেছেন। অসংখ্য ছোট বড় সভা, পথসভা, হাট মিটিং, মাঠ মিটিং, গেট মিটিং, মাইক প্রচার ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে গিয়ে হ্যান্ডবিল দিয়ে জনসাধারণকে ব্রিগেডে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। দেশ জুড়ে শহরে গ্রামে দেওয়ালে দেওয়ালে কর্মীরা তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার টুকরো মণিমানিক্য। আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার। পোস্টারে, পতাকায় ছেয়ে গেছে গোটা দেশের গ্রাম শহরের পথঘাট, অলিগলি। সমাবেশের কিছুদিন আগে থেকে ব্রিগেডের শহর কলকাতা সেজে উঠেছে অসংখ্য লাল পতাকা আর দলের ব্যানারে। বর্ষার শহরে সে যেন এক অকালবসন্তের রাঙা আগমনবার্তা! দলের কর্মীরা খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের তোয়াক্কা না করে দিন-রাত এক করে পরিশ্রম করেছেন। রোদে পুড়ে জলে ভিজে স্টেশনে বাজারে হাটে বাসস্ট্যান্ডে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছ থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করেছেন অর্থ। ঘরে ঘরে গিয়ে হাত পেতে সাহায্য নিয়েছেন। দেশের মানুষও প্রাণ ঢেলে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, একার শক্তিতে তোমরা ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছো! পারবে তো লক্ষ্যে পৌঁছতে? আসলে হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছেন, তাঁদের প্রিয় দল, দাবি-দাওয়া আদায়ের লড়াইয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত সাথী এস ইউ সি আই (সি)-র ব্রিগেড সমাবেশ সফল হোক। তা না হলে শুধু দলের কর্মীদের সাধ্য ছিল না এ দিনের জনসমাবেশের এমন মহতী রূপদানের। শুধু সাধারণ মানুষই নন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নিচের তলার কর্মী ও সমর্থকরা, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির অসংখ্য মানুষ এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের হাতে অর্থ তুলে দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়ে ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার তুঙ্গে তুলতে সহায়তা করেছেন। ৫ আগস্ট ব্রিগেড উপচে পড়েছে শুধু দলের কর্মী-সমর্থক-দরদিদের উপস্থিতিতেই নয়, অন্য দল, বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি থেকে অসংখ্য মানুষ সেদিন প্রবল আগ্রহে সমাবেশে যোগ দিয়েছেন, কান পেতে শুনেছেন নেতৃবৃন্দের আহ্বান— শুধু ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের আসন থেকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপিকে হঠালেই দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ধুয়ে ফেলা যাবে না। রাজ্য থেকে তৃণমূল সরকার সরে গেলেই প্রশাসন গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত হয়ে যাবে না। চাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মেহনতি মানুষকে সংগঠিত করে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে জনজীবনের নানা দাবিতে লাগাতার গণআন্দোলন। চাই সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতির গভীর চর্চা। সেই পথে হেঁটেই আগামী দিনে পৌঁছতে হবে শোষণমুক্তির শেষ লড়াই— পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ময়দানে। বিপ্লবের স্বপ্ন বুকে নিয়ে পথে নামা যে মানুষগুলি ভোট-রাজনীতির আবর্তে পড়ে যন্ত্রণায় গুমরে মরছিলেন, এস ইউ সি আই (সি)-র সংগ্রামী রাজনীতির বিপ্লবী স্পর্ধা তাঁদের সেই স্বপ্নকে আবার যেন জাগিয়ে দিয়ে গেল। আশা-স্পন্দিত বুকে প্রাণখুলে তাই তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন এই দলের কর্মীদের। বলেছেন, তোমরাই পারবে মুক্তিসংগ্রাম

তিনের পাতায় দেখুন

‘ইন্ডিয়া’ জোট শোষিত অত্যাচারিত মানুষের, নাকি আম্বানি আদানিদের

দুয়ের পাতার পর

সফল করতে। এগিয়ে চল, আমরাও সঙ্গে আছি।

৫ আগস্ট বেলা দশটা থেকে ব্রিগেড মুখরিত হতে শুরু করেছিল মঞ্চ থেকে ভেসে আসা নানা রাজ্যের কর্মী-সমর্থকদের নানা ভাষায় গাওয়া গণসঙ্গীতের সুরে। উচ্চকিত স্লোগানে কম্পিত হচ্ছিল সারা মাঠ। ইতিমধ্যেই ব্রিগেড প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ। এর পরেও স্রোতের মতো আসছেন অগণিত মানুষ, আসছে একের পর এক মিছিল। মঞ্চের উপর থেকে নেতৃবৃন্দ নানা ঘোষণা করছেন, জনতাকে সুশৃঙ্খলিত ভাবে উপবেশনে স্বেচ্ছাসেবকদের দিচ্ছেন পরামর্শ ও নির্দেশ। স্লোগানের গর্জনে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ব্রিগেড যেন উৎসাহে উদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু শত উদ্দীপনার মাঝেও রয়েছে অটুট শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। সমাবেশের পুরো সময়টা ধরে উপস্থিত মানুষ সেদিন এক অসাধারণ স্বেচ্ছারোপিত শৃঙ্খলা ও সংযমের পরিচয় দিয়ে গেছেন, যা সংবাদমাধ্যম সহ অনেকেকেই বিস্মিত করেছে।

ব্রিগেডের পথে ঃ

SUCI (Communist)
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)

ঝাড়খণ্ড

5 আগস্ট 2023
বিশাল জনসভা
Chandigarh UT
SUCI (COMMUNIST)

চণ্ডীগড়

March on to Kolkata
SHIBDAS GHOSH
SUCI

আন্দামান-নিকোবর

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল ঠিক বেলা বারোটায়। রক্তপতাকা উত্তোলন করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। স্লোগানের ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্লাবিত হল ব্রিগেড। মঞ্চের বাঁ দিকে ছিল তিনটি প্রদর্শনী। কমরেড শিবদাস ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে সাজানো প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। মহান চিন্তানায়কের জীবনের নানা মুহূর্তের ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব এবং পার্টির সূচনা পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলনগুলির ছবিতে সজ্জিত তৃতীয় প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

শুরু হল মঞ্চের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি। মঞ্চে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানানো হল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র নির্বাহী ফোরাম ও সে দেশের বাম-গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা এবং নেপালের প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী নেতা নিনু চাপাগাইনকে। সমাবেশের সভাপতির নাম প্রস্তাব করলেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। প্রস্তাব সমর্থন করলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। উচ্চকিত স্লোগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে মঞ্চে উপস্থিত হলেন প্রধান বক্তা, সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। দলের সঙ্গীত স্কোয়াডের গাওয়া কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীতের সুর তখন ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিগেড জুড়ে।

মঞ্চের উপরে স্থাপিত সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর্ব শুরু হল। পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর পক্ষে মাল্যদান করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। একে একে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন দলের পলিটবুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, বিভিন্ন রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন সহ বিদ্যুৎ, বিজ্ঞান এবং উপজাতি ও বনবাসী ফোরামের মতো গণসংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিদেশি প্রতিনিধিরা। সবশেষে সভার সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ ও প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ মাল্যদান করলেন।

ইতিমধ্যে দলের কিশোর বাহিনী কমসোমল প্রস্তুত কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মৃতির প্রতি গার্ড অফ অনার প্রদর্শনে। ব্যান্ডের তালে তালে শুরু হল রক্তপতাকা কাঁধে নিয়ে শুভ্র পোশাকে সজ্জিত কমসোমল বাহিনীর সুশৃঙ্খল প্যারেড। তাদের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চাসীন নেতৃবৃন্দই শুধু নন, গোটা ব্রিগেডের মানুষ লাল সেলাম জানালেন শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রতীক মহান কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য জীবনসংগ্রামের উদ্দেশে।

মঞ্চে আসীন কমরেড সাধারণ সম্পাদকের হাতে স্মারক তুলে দিলেন বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম দল বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র পক্ষে কমরেড মাসুদ রানা। বিদেশের যে ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলি সমাবেশে উপস্থিত হতে না পেরে বার্তা পাঠিয়েছে, একে একে সেগুলি পাঠ করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। বাংলাদেশের বাসদ (মার্ক্সবাদী), আমেরিকার পার্টি অফ কমিউনিস্টস ইউএসএ ও ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট ইউনিটি সেন্টার, পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান ও নেপাল থেকে সমাবেশে আসা প্রতিনিধিদলের বার্তা তিনি পাঠ করলেন।

স্পর্ধার ব্রিগেড

শুরু হল সভাপতির ভাষণ। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বললেন, মার্ক্সবাদী দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সঠিক ভাবে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য প্রমাণিত হয়ে চলেছে। তিনি বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও সত্যিকারের স্বাধীনতা আজও দেশের মানুষ পায়নি। শাসক শ্রেণির ষড়যন্ত্রে গোটা দেশ সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বিভেদ বিভাজনে অশান্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মণিপুরের সাম্প্রতিক গণহত্যার উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, শুধু ভোট দিয়ে সরকার পাল্টে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকে বদলানো যাবে না। দেশ জুড়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনই একমাত্র পারে বিভেদের এই রাজনীতিকে পরাস্ত করতে।

বক্তব্য রাখলেন দলের পলিটবুরো সদস্য, কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি ও দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড সত্যবান। ৫ আগস্ট দিনটিকে শোষিত নিপীড়িত মুক্তিকামী মেহনতি জনগণের জীবনে একটি মহান ঐতিহাসিক দিন হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে শত শহিদের স্বপ্ন আজও অপূরিত। দেশের সম্পদ সৃষ্টিকারী জনগণের পরিবর্তে পুঁজিপতি শ্রেণি রাষ্ট্রের মালিক হয়ে বসেছে। দেশে কায়েম হওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ আর মানুষকে ভাল কিছু দিতে পারে না। আজ পুঁজিবাদ নীতি-নৈতিকতার উপর আক্রমণ করছে, জ্ঞানবিজ্ঞান-ইতিহাসকে বিকৃত করছে। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই রক্ষক কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার একযোগে মণিপুরে আগুন জ্বালিয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপির মতো জঘন্য সাম্প্রদায়িক শক্তিকে অবশ্যই সরকার থেকে হঠাতে হবে, কিন্তু ভোট ব্যবস্থা, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। এর জন্য চাই শক্তিশালী গণআন্দোলন। চাই সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই উদ্দেশ্য থেকেই গড়ে তুলেছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-কে। তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে আরও বিকশিত করেছেন। উপস্থিত জনতার কাছে আহ্বান জানিয়ে কমরেড সত্যবান বলেন, আসুন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে আমরা এগিয়ে চলি।

শুরু হল প্রধান বক্তার ভাষণ। কমরেড প্রভাস ঘোষ প্রথমেই সমাবেশে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও বিদেশি সাথীদের স্বাগত জানালেন। সমাবেশ সফল করতে জনগণের দু-হাত বাড়ানো সাহায্যের উল্লেখ করে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, এই সহযোগিতা না পেলে ব্রিগেডে এমন সুবিশাল সমাবেশ আমরা করতে পারতাম না।

দল গঠনের প্রথম পর্বে কমরেড শিবদাস ঘোষের অনন্যসাধারণ সংগ্রামের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর অমূল্য শিক্ষা উল্লেখ করে কমরেড প্রভাস ঘোষ বললেন, তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন, বিপ্লবের চেয়ে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের চেয়ে বড় জীবন আর কিছু নেই। বললেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম ব্যর্থ হতে পারে না। তিনি আমাদের বুকের মধ্যে আজও বেঁচে আছেন। তাঁর দেখানো পথ ধরে চলেই কোনও এমএলএ-এমপি-র জোরে নয়, প্রচারমাধ্যমের জোরে নয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যের শক্তির জোরে আজ এস ইউ সি আই (সি) এতবড় সমাবেশ করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে দেশের ২৬টি রাজ্য থেকে অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়েছেন।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড সত্যবান

পার্টি গঠনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কমরেড ঘোষ, সদ্যস্বাধীন দেশে একটি কমিউনিস্ট নামধারী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন পার্টি থাকা সত্ত্বেও কেন কমরেড শিবদাস ঘোষকে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) দলটিকে গড়ে তুলতে হল, তা বিশ্লেষণ করেন। মুখে মার্ক্সবাদের কথা বললেও সিপিআই দলটি কেন সত্যিকারের মার্ক্সবাদী পার্টি হিসাবেই গড়ে উঠতে পারেনি, প্রাঞ্জল ভাবে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখান, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সিপিআই দলটি বুঝতেই পারেনি যে ভারত রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেই ১৯৪৭ সালেই। অধঃপতিত ব্যক্তিবাদের রূপ তারা ধরতেই

আটের পাতায় দেখুন

অন্য চোখে ব্রিগেড

‘এ এক আলাদা জাতের পার্টি। এর নেতা-কর্মীরা সব অন্যরকম। চারপাশে যে সব দলের নেতা-কর্মীদের দেখি, তাদের থেকে এরা অন্যরকম। কী করে সম্ভব হল তা? জানতে এসেছিলাম ব্রিগেডে। গোটা অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম।’ দলের নেতা থেকে শুরু করে গ্রাম-শহর থেকে আসা সমর্থক-দরদিদের চলাফেরা, আচার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে এ কথা বললেন এক দোকানদার। ফুটপাতে ব্যবসা করে কোনও রকম রোজগার, তাতেই সংসার প্রতিপালন। কাজ বন্ধ রেখে ৫ আগস্ট এসেছিলেন। বহুদিন আগেই বিহার থেকে পরিযায়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন কাজের খোঁজে। এখন কলকাতাই তাঁর ঠিকানা।

মিছিলে সামিল আগামী দিনও

গৃহ-পরিচারিকার কাজ করেন লক্ষ্মী হালদার। দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত এক গ্রামে এক সময় তাঁদের ঘর ছিল। তিনি কাজের খোঁজে সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। এখন এখানকারই বাসিন্দা। দলের মধ্য কলকাতার একটি ইউনিটের কর্মীদের সাথে ব্রিগেড গিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের বাড়িতে ছুটি দেবে কেন? মাইনে কাটার তোয়াক্কা না করে লক্ষ্মীদি গোটা দিনটা ছুটি নিলেন। সঙ্গে গিয়েছিলেন শম্পাদি। জ্বরে কাবু, তাও ওষুধ খেয়ে ব্রিগেডে গিয়েছিলেন। সমাবেশে তাঁদের মতো খেটেখাওয়া মানুষের মুক্তির জন্য লড়াইয়ের আহ্বান শুনতে শুনতে চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে উঠছিল। এসেছিলেন সেলাই করে দিন গুজরান করা সবিতাদি। সকাল থেকে বিকেল গোটা দিন ব্রিগেডে, তারপর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরা, ওই দিনের রোজগার বন্ধ। খাবে কী? এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন, সব দিনই তো খাওয়ার জন্য ছুটে বেড়াই। এক দিন না হয় না-ই হল।

এসেছিলেন উত্তর কলকাতার দক্ষিণপন্থী এক দলের দীর্ঘদিনের সমর্থক এক পরিবারের মা-মেয়ে। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের নিষ্ঠা দেখে মেয়েটির বাবা যে বহু আগে থেকেই দলের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আগেই। বাড়িতে ব্রিগেডের আহ্বান নিয়ে যেতে। বলেছিলেন, আমাদের ঘরকে তোমাদের নিজেদের ঘর মনে করবে। তিনি নিজে আসতে না পারলেও মেয়ে এবং স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। ছেলেকেও বলেছেন, এদের সাথে থাকলে মানুষ হবে।

অন্য এক বামপন্থী দলের যুব সংগঠক গিয়েছিলেন ব্রিগেডে। নিজের দলের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন তা। কিন্তু বামপন্থী মনন ত্যাগ করেননি। নিজের কাজকর্মের ফাঁকে সময় করে বক্তব্য শুনেছেন কমরেড প্রভাস ঘোষের। বললেন, আপনারাই যথার্থ বামপন্থী।

জানতে হবে গণআন্দোলনের ইতিহাস। প্রদর্শনীতে ভিড় মানুষের

কলকাতার এক উচ্চবিত্ত ঘরের গৃহবধূ দল আয়োজিত নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে থাকেন। দলের মহিলা সংগঠনের সঙ্গেও কিছুটা যুক্ত। দলের কিছু কর্মসূচিতে ইতিপূর্বে এসেছেন। এবারের ব্রিগেড সমাবেশ দেখে বললেন, দলটা এত বড় হল কবে? দলের এক যুব কর্মীকে দেখে আফশোস করলেন, আমার ছেলেটাও যদি এমন হত! শেষে বললেন, আমাদের আরও সামাজিক কাজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হবে। যেন তিনি ইতিমধ্যেই একজন সংগঠকে পরিণত হয়েছেন।

দিল্লি থেকে এসেছিলেন এক কলেজ ছাত্রী। রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান শুধু অর্থনীতির বই পড়ে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আসলে কী, সঠিক মার্ক্সবাদী দল বলতে কী বোঝায়, সে সব যখন ব্যাখ্যা করছিলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, মন দিয়ে শুনছিলেন তাঁর কথা। আত্মীয়-বন্ধুদের সূত্রে দলটার আবছা ছবি ছিল মনের মধ্যে। ব্রিগেডে এসে স্বচক্ষে দেখলেন দলের নেতা-কর্মী-কমসোমলের কিশোর-কিশোরীদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা। এক বুক আশা নিয়ে ফিরলেন আগামীর নতুন ভোরের।

সমাজের নানা অংশের প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে স্বনামধন্য চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক— কে নেই ৫ আগস্ট ব্রিগেডের সভায়। এঁরা অনেকেই দলের কর্মকাণ্ডে যুক্ত নন। কিন্তু দলটার রাজনীতি যে নতুন মানুষ তৈরি করছে তা তাঁদের চুম্বকের মতো টেনেছে। কয়েকটি রাজ্যের বিশিষ্টজনেরা নিজেরাই কলকাতায় আসা-থাকার ব্যয় বহন করেছেন, ব্রিগেডের সভা শেষ করে দলের অফিস, মহান চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের ব্যবহৃত জিনিসের প্রদর্শনী এবং কলকাতার পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মডেল দেখেছেন অফুরন্ত আবেগ নিয়ে।

উত্তরাখণ্ড থেকে এসেছেন বহুল প্রচলিত এক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁরা এস ইউ সি আই (সি) দলের স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুদূর কলকাতায় এসেছেন, অনেক অসুবিধাও হয়েছে। কিন্তু মুখের চওড়া হাসি বলছিল তিনি তৃপ্ত। দলের কেন্দ্রীয় দফতরে এসে বললেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের

আটের পাতায় দেখুন

ব্রিগেডে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

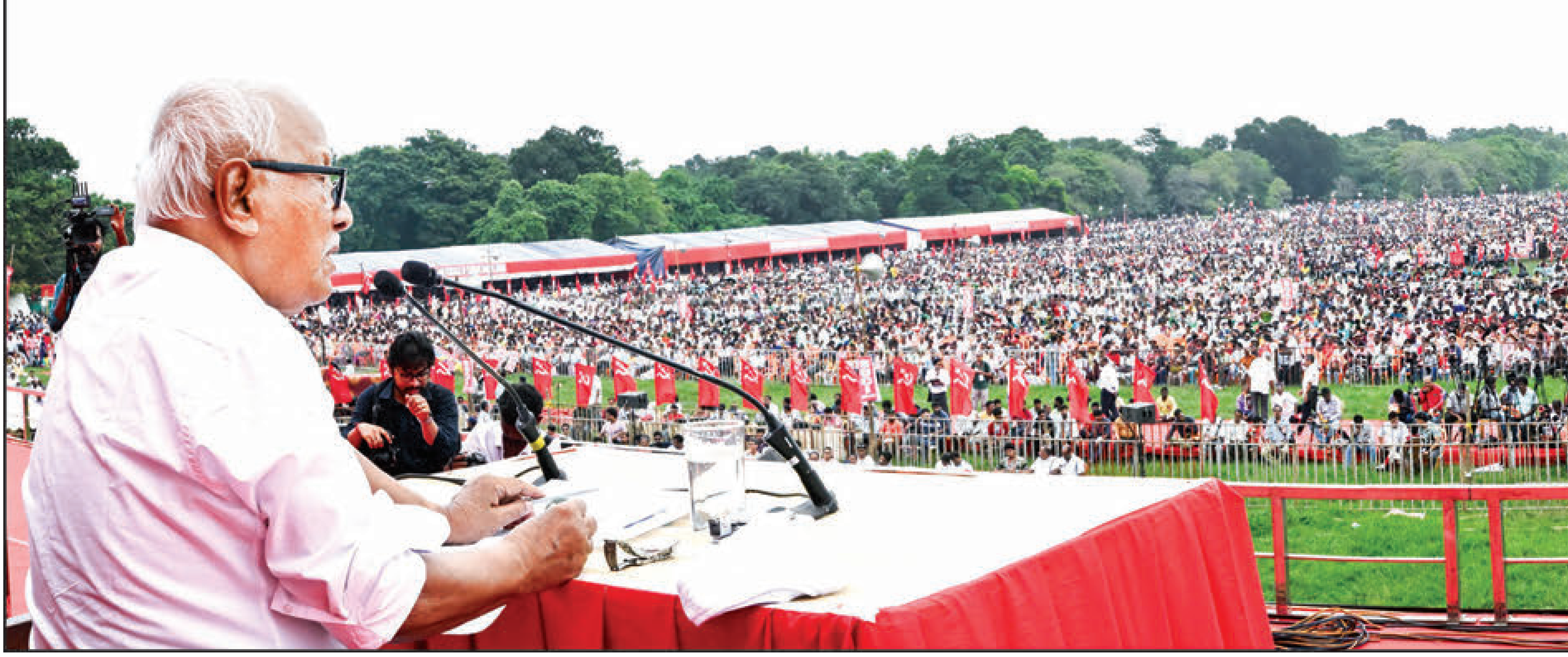

শিবদাস ঘোষের চিন্তাই আমাদের টেনে এনেছে

৪ আগস্ট এর বিকেল। কলকাতার পোস্তা-বড়বাজার অঞ্চলের বিনানি ধর্মশালার গেট দিয়ে ঢুকেই দেখা গেল, মধ্যপ্রদেশ এর কিছু কমরেড দুপুরের খাওয়া সারছেন। কিছুক্ষণ আগেই এসে পৌঁছেছেন ওরা। পাশের একটি ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের কয়েক জন। অনেকে এসেছেন পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকেও। সন্ধ্যের ট্রেনে, রাতের ট্রেনে আসবেন আরও কয়েকশো মানুষ। কলকাতার, রাজ্যের অন্যান্য জেলার স্বেচ্ছাসেবকদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, তারা সর্বক্ষণ ছুটছেন সবকিছুর ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য, অন্য রাজ্য থেকে আসা সাথীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছেন। সব মিলিয়ে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ।

সুন্দরবনের গোসাবা থেকে জলপথে ব্রিগেডের দিকে কর্মীরা

নানা রাজ্যের নানা বয়সের এত মানুষ এই জল-কাদা-বৃষ্টি উজিয়ে এসেছেন, ৫ আগস্ট কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যাবেন বলে। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁরা। এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল দিল্লিতে, গত বছরের ৫ আগস্ট। এ বছর সমাপনী অনুষ্ঠান হবে কলকাতায়। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েক মাস গোটা দেশ জুড়ে কর্মীরা প্রচারের ঢেউ তুলেছেন, শহর-গ্রাম-প্রান্তর সেজে উঠেছে সংগ্রামী লাল পতাকায়। এই মহান মানুষটির জীবনসংগ্রাম ও চিন্তা ছড়িয়ে গেছে ভারতবর্ষের প্রান্তে-প্রত্যন্তে। সেই উত্তাপ বুকে নিয়েই দেশের ছাব্বিশটি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে।

মধ্যপ্রদেশে শাসক বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়ছেন দলের কর্মীরা। মধ্যপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় কমরেড সুনীল গোপাল বললেন, ‘আমরা এই জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে মোট ৪০-৪২টি জেলায় গেছি। কিছু জেলায় আমাদের আগেই কাজ ছিল, এবার নতুন করে যাওয়া হল চব্বিশটি জেলায়। মানুষের থেকে সাড়া পাচ্ছি শুধু নয়, বিজেপি এবং তাদের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র গুন্ডামির বিরুদ্ধে মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ যেটা, ও রাজ্যের বামপন্থী মানুষ আমাদের মধ্যেই আশার আলো, বামপন্থার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। অন্যান্য বাম দলগুলো এবিভিপি-র সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত, তারা লড়াই-আন্দোলনের ময়দানে নেই। মানুষ দেখছে আন্দোলনের ময়দানে এই একটি দলই আছে। বহু বামপন্থী শিক্ষক, অধ্যাপক এবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করেছেন, চেয়েছেন আমরা সফল হই। কমরেড ঘোষের চিন্তা আমরা যেটুকু নিয়ে যেতে পেরেছি, মানুষ তার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছেন। মানুষ বলেছেন, কমিউনিজম সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। নীতি-আদর্শ ভিত্তিক লড়াই এর কথা, জীবনের রোজকার সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে গণআন্দোলনে সামিল হওয়ার কথা আমাদের এমন করে কেউ বলেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীদের ধারা যে আজ এই দলই বহন করছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোতেই যে আজকের সমাজবিপ্লব সফল হবে, এটা মানুষ বুঝতে শুরু করেছেন। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রচনা আগরওয়াল বললেন, আমরা প্রথমে একটু দ্বিধায় ছিলাম যে, রোজকার রুজিরুটির সমস্যা, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি এ সবের বাইরে একজন মার্কসবাদী দার্শনিকের চিন্তাধারা নিয়ে বলতে গেলে সাধারণ মানুষ কতটা শুনবে বা সাড়া দেবে। কিন্তু কাজে নেমে আমাদের সেই ভুল ভেঙে গেছে। এতদূরে আমরা এতজনকে নিয়ে এসেছি এই প্রথম, মধ্যপ্রদেশের ৩৫০ জনেরও বেশি মহিলা যোগ দেবেন কালকের কর্মসূচিতে। বহু নতুন জায়গায় মানুষ আমাদের সাহায্য করেছেন, এখানে অনেক নতুন মানুষ এসেছেন এটা জেনেই যে, পথে কষ্ট হবে, বিশ্রাম কম হবে। কিন্তু সারা ভারত জুড়ে পার্টির এই যে শক্তিবৃদ্ধি, এটাও সবাই দেখতে চায়, কাছ থেকে এর স্পর্শ নিতে চায়।

কর্ণাটকের ধারওয়াড় স্টেশনে ব্রিগেডে আসার জন্য অপেক্ষারত কর্মী-সমর্থকরা

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার সঙ্গীতা শর্মা শারীরিক প্রতিবন্ধী, চলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে কষ্টকে পরোয়া না করে জনগণের মুক্তিসংগ্রামে সামিল হওয়ার আনন্দ খেলা করে তাঁর চোখেমুখে। পাশে বসা সঙ্গীতার বৌদি বলেন, আসতে তো হবেই আমাদের, শিবদাস ঘোষ আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদেরও লড়াই আন্দোলনে নামার কথা বলেছেন। বুঝেছি, বাঁচতে হলে এটাই পথ। ক্লাস টু-এর ছোট্ট অনিকেত শর্মাও এসেছে বাবা, পিসি আর জেঠিমার সাথে। অনিকেতের বাবা রোজ প্রচার থেকে ফিরে ছেলেকে দিনের অভিজ্ঞতা বলতেন, সেই জন্মশতবর্ষ কেমন হবে, দেখতে এসেছে অনিকেত। ঘটনাচক্রে অনিকেতেরও জন্মদিন কাল, ৫ আগস্ট। পিসি সঙ্গীতা তাকে বলেছেন— তোমার এবারের জন্মদিনটা একেবারে অন্যরকম হবে, সারা জীবনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

প্রত্যাশার ব্রিগেড সম্ভাবনার ব্রিগেড

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিগেড সমাবেশকে কেন্দ্র করে শেষ কয়েক দিন ধরে যারা শহর কলকাতায় উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন দলের পক্ষ থেকে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। এদের মধ্যে দক্ষিণ ভারত থেকে আসা কর্মী, সমর্থক, নেতৃত্বের থাকার ব্যবস্থা হয় দক্ষিণ কলকাতার উত্তীর্ণ সভাগৃহে। আমি এবং আমার অফিসের কয়েকজন বন্ধু স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম সেখানে। আমার জন্য এই অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এর আগে কোনও রাজনৈতিক দলের ক্যাম্পে থাকার সুযোগ এবং ইচ্ছে কোনওটাই আমার হয়নি। আমার বন্ধুদের জন্যও এই অভিজ্ঞতা ছিল নতুন।

কমরেড প্রভাস ঘোষের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়। আমার এই বন্ধুরা যে আমাদের দলের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত এমনটা একেবারেই নয়। বরং সবাই অন্য রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তারা এসেছিল আমার বিশেষ অনুরোধে। এদের মধ্যে একজন আবার ঘোরতর হিন্দুত্ববাদী। এক সময় কলকাতায় একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজও করেছে। সব মিলিয়ে বন্ধুদের নিয়ে আমি বেশ কিছুটা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে ছিলাম। এমনও ভেবেছিলাম ওরা হয়তো কয়েক ঘণ্টা পরেই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে চাইবে। বাস্তবে ঘটল ঠিক উল্টো। ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়া দূরের কথা, ওরা সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছে। ক্যাম্পের সমস্ত অনুশাসন মেনে চলেছে, নেতৃত্বের নির্দেশ পালন করেছে।

ব্রিগেড সমাবেশ শেষে আমি যখন আমার হিন্দুত্ববাদী বন্ধুটির কাছে জানতে চাইলাম তাঁর উপলব্ধির কথা। সে জানাল, কিশোর বয়স থেকে বিভিন্ন বামপন্থী দলকে সে যতটুকু দেখার সুযোগ পেয়েছে, মাঠে ময়দানে তাদের বক্তৃতা, আলোচনা শুনেছে, টিভিতে, খবরের কাগজে তাদের কথা জেনেছে, পড়েছে তাতে বামপন্থী দলগুলোর প্রতি তার মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষই জন্মেছে। কিন্তু এই প্রথমবার সে তার আগের অবস্থান থেকে বেশ কিছুটা সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁর নিজের কথায়— লাল পতাকা হাতে নিলেই যে সবাই এক নয় এটা তার প্রথম বার মনে হচ্ছে। তার মনে হয়েছে এসইউসিআই দল অন্য বামপন্থী দলগুলোর থেকে অনেক আলাদা, এরা সত্যিকার লড়াই-আন্দোলনে থাকা দল। শিবিরে উপস্থিত নেতৃত্বের সহজ সরল ব্যবহার, আর পাঁচজন সাধারণ সমর্থকের মতো নেতৃত্বের থাকা খাওয়ার আয়োজন তাকে শুধু মুগ্ধ করেনি, বামপন্থী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ব্রিগেডে সাধারণ সম্পাদকের বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে এসইউসিআই ভোটের দল নয়, তা না হলে শিয়রে লোকসভা ভোট থাকা সত্ত্বেও কেউ হাজার হাজার কর্মী সমর্থককে ভোটের কথা না বলে পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণির উচ্ছেদের কথা বলে, গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার কথা বলে। এমনটা নয় যে আমার এই বন্ধু ৫ আগস্টের পর থেকেই বামপন্থী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠবে, তবে একজন সক্রিয় হিন্দুত্ববাদী কর্মী, ঘোরতর বামপন্থা বিরোধী মানুষ যে কিছুটা হলেও বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এটা একটা বড় প্রাপ্তি।

আমার আর এক বন্ধু, যে বয়সে আমার থেকে অনেকটাই বড়, যার বয়স পঞ্চাশের বেশি, শিবিরে উপস্থিত নেতৃত্ব, কর্মী সমর্থকদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন দেখে সে তাঁর নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করেছে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে আসামের দরং জেলার চা বাগানে। বাবা ছিলেন চা বাগানে কর্মরত এবং একজন সৎ বামপন্থী কর্মী। এসইউসিআই দলের নেতা কর্মীদের দেখে তাঁর বার বার নিজের বাবার কথা মনে পড়েছে। কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়েছেন ইদানিং কালে এসইউসিআই দল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত রাজনৈতিক নেতা, কর্মী সে দেখেনি। তার মনে হয়েছে পারলে এই দলটাই পারে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে। সেই সাথে এটাও জানিয়েছে যে এই ধরনের সমাবেশ সে প্রথম দেখল যেখানে নেতাদের বক্তৃতায় কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, কোনও চমক ধমক নেই। ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলে কী কী করবে এমন কথাও নেই। যা বলা হয়েছে তাতে দেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার কথাই ফুটে উঠেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই মানুষের শোষণমুক্তির একমাত্র পথ সে কথা বলা হয়েছে। এমন ধারার কথা তথাকথিত বামপন্থী দলগুলোর বক্তৃতায় আজ আর তেমন একটা শোনা যায় না— এ কথাই তার বার বার মনে হয়েছে। তাই একদিকে সে যেমন অবাক হয়েছে আবার অন্যান্য দলগুলোর থেকে এসইউসিআই দলের পার্থক্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে তাঁর মনে এই প্রশ্নও এসেছে— কেন এই দলের খবর সংবাদপত্রের পাতায়, টিভির পর্দায় আসে না। সম্ভবত এই প্রশ্ন শুধু আমার বন্ধুটির নয় আরও অসংখ্য মানুষের। এ ভাবেই অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়ে, সম্ভাবনা আর প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ৫ আগস্টের ব্রিগেড সমাবেশ।

জিশু সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

শিবদাস ঘোষের চিন্তাই টেনে এনেছে

পাঁচের পাতার পর

সম্পদ হয়ে থাকবে।

'আসলে, শিবদাস ঘোষের চিন্তাই এখানে টেনে এনেছে আমাদের। খুব দুঃখ হয় এটা ভেবে যে, নিজের চোখে এই মানুষটিকে একবার দেখতে পেলাম না। এই জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে থেকে সেই দুঃখ কিছুটা ভুলতে চাই। আমি পার্টিতে এসেছি যখন, কমরেড নীহার মুখার্জী ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। তাঁকেও সামনে দেখার সুযোগ হয়নি। ৫ আগস্টের এই কর্মসূচিতে না এলে সারাজীবন মনে খেদ থেকে যেত।'— মধ্যপ্রদেশের গুনা থেকে আসা এক মহিলা বলছিলেন তার অনুভূতির কথা। তিনি সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তরে কাজ করেন, মেয়ে পড়ে ক্লাস টুতে। মেয়েকে নিয়েই এসেছেন, সাথে ছিলেন প্রৌঢ়া মা-ও। 'এতটা ট্রেনে আসার ধকল, কাল আবার ব্রিগেড যাবেন, কষ্ট হবে তো?' বলিরেখা ভরা মুখে একগাল হাসেন তিনি— 'তা তো হবেই, পায়ে তো ব্যথা। তবে এখানে সবার মধ্যে এসে খুব ভালো লাগছে।' এ এক অন্য জাতের ভালোলাগা। এই দলের রাজনীতি এমন করে জীবনবোধকে পাল্টে দেয়, এই অন্ধকার সময়ে মর্যাদা নিয়ে বাঁচার পথ দেখায়, সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মন একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায় সেই আদর্শের সুতোয়। ভোটসর্বস্ব দলগুলো কোটি কোটি টাকা ঢেলেও এই একসাথে লড়ার আনন্দ, এই কমরেডশিপের নাগাল পায় না।

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলা থেকে আসা কৃষকরা বললেন, 'এই ব্রিগেডে পুরো হরিয়ানা থেকে হাজার লোক আসছেন। বিগত কৃষক বিদ্রোহের সময় তেরো মাস আমরা আন্দোলনের ময়দানে ছিলাম। আমাদের এ আই কে কে এম এস এই আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করেছে, তার ফলে বহু নতুন মানুষকে আমরা সাথে পেয়েছি, পার্টির বক্তব্য তাদের মধ্যে নিয়ে গেছি। এখানেও এসেছেন অনেকে।' পাশে বসেছিলেন যোগীন্দ্র কুমার, মধ্যবয়স্ক হাসিখুশি মানুষ। বললেন, 'জানেন, আমি অনেক বড় বড় লোকের বই পড়েছি, অনেক ধর্মগুরুর বক্তব্যও পড়েছি। কিন্তু শিবদাস ঘোষের বই পড়ে যে আনন্দ পেলাম, যেভাবে পথ খুঁজে পেলাম, এমনটা আর কোথাও পাইনি। গত বছর ৫ আগস্ট দিল্লির অনুষ্ঠানে গেছিলাম, সেই আমার প্রথম দিল্লি যাওয়া। কলকাতাতেও জীবনে এই প্রথম এলাম, ৫ আগস্ট দেখব বলেই।'

'আন্দোলনের সংবাদ'-এর এক প্রতিনিধি এসেছেন গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম হয়ে, বললেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। কসবার এই স্টেডিয়ামে বিহার থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, আর এসেছেন কিশোর সংগঠন কমসোমল-এর সদস্যরা। বিহারের মজফফরপুর জেলার থেকে স্পেশাল ট্রেন আসার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করেছে রেল। তবু তাদের আসতেই হবে। তাই ২ তারিখের মধ্যেই পৌঁছে গেছেন। বহু মহিলাও এসেছেন। এতগুলো দিন ঘরছাড়া, অসুবিধা হবে না? নির্দ্বিধায় উত্তর দিচ্ছেন— হবে, কিন্তু তার জন্য কি ঘরে বসে থাকতে হবে? এসেছেন মিড ডে মিল কর্মী, আশা কর্মীরাও। কাজ চলে যেতে পারে জেনেও এসেছেন ক্যাজুয়াল কর্মীরা। দলটা তাঁদের নাড়িতে মিশে— পিছুটানের সাধ্য কী ঘরে রাখার!

দেখা হল পাঞ্জাবের এক দল যুবকের সাথে, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র সদস্য তারা। তাদেরই একজন, অখিলেশ বললেন, 'পাঞ্জাবে আমাদের সংগঠন ছোট, কোনও প্রচারও নেই। কিন্তু যেখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে গেছি, সাড়া পেয়েছি। মানুষ বলেছেন, এই প্রথম কোনও দল দেখলাম যারা বলছে, ভোট দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না আন্দোলনের মাধ্যমে হবে। যারা ভগৎ সিং এর চর্চা করার কথা বলছে। কমিউনিস্টরা যে এমন হয়, আমরা জানতাম না। আমরা মানুষকে বলেছি, যথার্থ কমিউনিস্টরা এমনই হয়। তবে এই কাজ আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।

ALL INDIA
ALL INDIA
SUCI

৫ আগস্ট কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে পতাকা উত্তোলন করছেন পলিটবুরো সদস্য স্বপন ঘোষ। উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে, কর্মব্যস্ত কলকাতার রাজপথ ভিজছে অবিরত বৃষ্টিতে। তার মাঝেই শহর জুড়ে বইছে এক অন্য আলোর স্রোত, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ জড়ো হয়েছেন এক মহান মার্কসবাদী দার্শনিকের চিন্তার আকর্ষণে, তাঁর হাতে গড়া দলের ব্রিগেড সমাবেশে যাবেন বলে। শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমি লড়তে লড়তে মরব, মরতে মরতে লড়ব। আমার কথার মধ্যে যদি সত্য থাকে, ইতিহাস একদিন তার মূল্য দেবে। আজ শিবদাস ঘোষ নামটি ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের কাছে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আগামীকাল, ৫ আগস্ট লাল পতাকায় মোড়া ব্রিগেড দেখবে সংগ্রামী বামপন্থার নতুন সূর্যোদয়, লেখা হবে গণ-আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস।

ব্রিগেড থেকে ফিরে

একের পাতার পর

রাস্তা দিয়ে স্রোতের মতো লোক যাচ্ছে। কোথা দিয়ে মাঠে ঢুকব, কী করব বুঝতে না পেরে এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কোনও চিন্তা করবেন না। এরা অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। তারপরই বললেন এই দলটা খুব লড়াকু, প্রতিবাদী। এরা যখন আন্দোলন করে তখন আমাদের লাঠি মারতে হয়। কিন্তু তার পর আমরাও খুব কষ্ট পাই।' একজন পুলিশ অফিসারের মুখে এমন কথা শুনে উনি অবাক।

শিয়ালদহ স্টেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাচ্ছেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত

যৌবনের দামামা বুকের ভিতর

এক সময়ের শাসক বামপন্থী দলের এক বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ব্রিগেড থেকে ফিরে এক কর্মীকে জানিয়েছেন, অসামান্য জমায়েত। তরুণ-তরুণীদের মার্চপাস্ট, দীর্ঘকাল বাদে যৌবনের দামামা বুকের ভিতর। বললেন, সত্যবান বড় সভার উপযুক্ত বক্তা। শ্রী ঘোষ অনেক বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতে আঁকতে সাবলীল, কিন্তু তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করছিলেন সাম্প্রতিক রাজনীতির। অনেকদিন পর টাটকা তাজা জেদি এত মানুষের সঙ্গে একটা অপরাহ্ন— বড় প্রাপ্তি। ধন্যবাদ আপনাকে ও আপনার সহযোদ্ধাদের।

কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে

বাঁকুড়ার এক শিক্ষক দলের এক কর্মীকে ডেকে বলেছেন, আমি এবং আমার মতো কয়েক জন বামপন্থী মানুষ আপনাদের থেকে দূরেই থাকি। কিন্তু এক বছর ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী পালনের কর্মসূচি, বিশেষত ৫ আগস্টের ব্রিগেড সমাবেশ, কমরেড প্রভাস ঘোষের সুচিন্তিত বক্তব্য আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। এবার থেকে আপনাদের দলের কাগজ গণদাবীর গ্রাহক হব। আপনাদের শিক্ষা আন্দোলন, বিদ্যুৎ আন্দোলনে সব রকম ভাবে সাহায্য করব।

ছাত্রীর জেদে পিছিয়ে গেল পরীক্ষা

দলের কমসোমল সদস্যরা কিশোর বয়স থেকেই বিপ্লবী দায়িত্ব পালনের জন্য উন্নত চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম করে। যে কাজ যুক্তির বিচারে করা উচিত বলে স্পষ্ট হয়, সে কাজে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি প্রথাগত পড়াশোনাও তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এমনই বেশ কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাক্ষী রইল ৫ আগস্ট।

এক কমসোমল সদস্যের কলেজের ষষ্ঠ সিমেস্টারের বর্ষশেষের পরীক্ষা। না দিতে পারলে এক বছর পিছিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু, ৫ আগস্ট প্যারেডের দায়িত্ব পড়েছে তাঁর। ব্যস্ত থাকতে হবে ২ তারিখ থেকেই। অতএব ২ তারিখের পরীক্ষা দিয়ে বাকিগুলি আর দেওয়া হল না। আরও বড় দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেল তিনি।

অপর এক কমসোমল সদস্যের স্কুল জানায়, পরীক্ষা শুরু হবে ৩ আগস্ট। এ কথা জানার পর থেকেই শিক্ষকদের কাছে অনবরত চলতে থাকে তার আবদার— 'স্যার আর কয়েকটা দিন পরে নিন না পরীক্ষাটা'। এক জনের কথায় কি আর পরীক্ষা পিছোনো যায়! কিন্তু, নাছোড়বান্দা স্নেহের ছাত্রী যে একটানা বলতেই থাকে, পরীক্ষার দিন পাল্টানোর কথা। শেষে, শিক্ষকরা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন এমন আবদারের কারণ কী? সে জানায়, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী, মানবমুক্তির দিশারি কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের বিপুল আয়োজনে তাকে যেতেই হবে। লাখো লাখো মানুষ একবুক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। এ দায়িত্ব যে অনেক বড়! মেধাবী ছাত্রীটির জেদ— দরকারে পরীক্ষা দেবে না, কিন্তু ব্রিগেডে যাবেই। কর্তব্যের প্রতি এই অবিচল নিষ্ঠা দেখে শুধু ওই ক্লাসের জন্য তিন দিন পিছিয়ে গেল পরীক্ষা।

এমন উদাহরণ অজস্র। আজকের এই নম্বর পাওয়ার ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতার বাইরে, নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার বিপরীতে এ ঘটনা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, আসাম, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার সর্বত্রই ঘটেছে।

এখানে কেউ ফেট্টি কিনবে না

এক টুপি বিক্রেতা টুপিতে দলের নাম ছেপে এনে ব্রিগেডের সমাবেশে বিক্রি করছিলেন। সমাবেশে উপস্থিত একজন টুপি কিনে জিজ্ঞেস করলেন, টুপি কেমন বিক্রি হচ্ছে? বললেন, ভাল। কিন্তু ফেট্টি একেবারেই বিক্রি হচ্ছে না কেন বলতে পারেন? পাশে একজন ছোলা বিক্রি করছিলেন। তিনি পাশ থেকে বলে উঠলেন, তুই শুধু শুধু ফেট্টি ছেপেছিস। এখানে কেউ ফেট্টি কিনবে না। ওরা অন্য রকম, অন্য দলের মতো নয়। দলটা চিনতে ভুল হয়নি ছোলা বিক্রেতার।

দলের এক নেতা মাঝরাতে ট্রেন থেকে নেমেছেন কলকাতা স্টেশনে। এক কর্মী উপস্থিত তাঁকে স্টেশন থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কর্মীটি এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, আমরা স্টেডিয়ামে যাব। ইনি দিল্লি থেকে এসেছেন কালকের ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য। ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বললেন, আমি সমাবেশের কথা জানি। আমি দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছি। ভেবেছিলাম তারা সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করবে। কিন্তু এখন এটা আমার কাছে পরিষ্কার তারা কিছু করবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, এস ইউ সি আই-ই একমাত্র মানুষের জন্য লড়াই করছে। আমি কাল দুপুরে তিন ঘণ্টা ফাঁকা রেখেছি মিটিং শুনতে যাব বলে। বললেন আমি রাজাবাজারে থাকি। ফোন নম্বর এবং ঠিকানা দিয়ে কর্মীটিকে যোগাযোগ রাখতে বললেন।

না এলে জানতেই পারতাম না আমরাও মানুষ

পরিচারিকা সংগঠনের এক কর্মী তাঁর শিশু সন্তানকে নিয়ে পরিচারিকাদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলেন ব্রিগেডে আসার জন্য অনুরোধ করতে। এক পরিচারিকা তাঁর হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন, দিদি তোমার ছেলেকে খাবার কিনে দেবে। কর্মীটি বলেন, আমার ছেলের খাবার জুটে যায়, আপনি বরং এই টাকাটা ব্রিগেডের খরচের জন্য দিন। পরিচারিকা মহিলা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দিদি, তা হলে আরও একটু বেশি দিই, আপনি একশো টাকা নিন।

সমাবেশ থেকে ফেরার সময়ে কেমন লেগেছে জানতে চাওয়ায় এক পরিচারিকা বললেন, সারা জীবন তো লোকের বাড়ি কাজ করি, রান্না করি। এখানে না এলে জানতেই পারতাম না যে আমরাও মানুষ। এর বাইরেও আমাদের কিছু করার আছে।

এ রকম সৎ মানুষ হতে পারে ভাবতেই পারিনি

সভা শেষে ব্রিগেডের পাশেই চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন এক দল কর্মী। ডিউটি করছিলেন এক পুলিশ অফিসার। বললেন, খুবই সুশৃঙ্খল মিটিং। আমাদের তো কোনও কাজই নেই। অন্য দলের মিটিংয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তা অনেক সময় সহ্য করা যায় না। মনে হয় ধরে পেটাই, না হলে অ্যারেস্ট করি। এটা অন্য রকমের মিটিং। অফিসারের কথা শুনে দোকানদার বললেন, সত্যিই এঁরা অন্য রকমের। মিটিংয়ে আসা একটি দল চা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, কত হয়েছে? আমি বললাম, ১৭টা চা। ওরা গুনে বললেন, না আমরা ২০ জন চা খেয়েছি। এ রকম সৎ মানুষ হতে পারে ভাবতেই পারিনি।

হাওড়া স্টেশনে নেপাল থেকে আসা প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশীষ রায়

ব্রিগেড সমাবেশে চা বিক্রি করছিলেন এক ব্যক্তি। সভা কেমন হয়েছে জানতে চাওয়ায় তিনি উত্তর দিলেন, আমি ২৫ বছর ধরে ব্রিগেডে চা বিক্রি করছি। এমন মিটিং কখনও দেখিনি। অন্য মিটিংয়ে লোকে চা খেয়ে পয়সা দেয় না। জোর করে বিনা পয়সায় চা খেয়ে নেয়। অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। আজকের মিটিংয়ে একজনও চা খেয়ে পয়সা না দেওয়ার কথা বলেনি।

ভালবেসে নিঃস্বার্থভাবে এসেছে

শ্যামবাজারে থাকেন এক বাচিক শিল্পী। বললেন, আমি কোনও দিন কোনও রাজনৈতিক দলের সমাবেশে যাইনি। আমার বাবা, আমার দিদি রাজনীতি করতেন। বাবা পরে বীতশ্রদ্ধহয়ে ছেড়ে দেন। এই প্রথম ব্রিগেডের মতো জায়গায় কোনও রাজনৈতিক সমাবেশে আমি গেলাম এবং খুব ভাল লাগল। বাস থেকে নেমে হাঁটার পথে দেখছিলাম ভারি ব্যাগ নিয়ে গ্রামের মহিলারা হাঁটছেন। ভাবছিলাম, একেবারে সাধারণ সংসার করা ঘরের বৌ-রা এখানে এসেছেন কীসের টানে? পাশের জন বললেন, এদের কিন্তু কেউ কোনও পয়সাকড়ি দিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে আনেনি। ভাবলাম, এতগুলো মানুষ ভালবেসে নিঃস্বার্থভাবে এসেছে, এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। প্রথম কয়েক জনের বক্তব্য মাইকের জন্য তেমন শুনতে পাইনি। প্রভাসবাবুর বক্তব্য পুরোটাই স্পষ্ট শুনেছি, খুব ভাল লেগেছে।

সব কিছু দেখে আমি আপনাদের লোক হয়ে গেলাম

উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগর থেকে কর্মী-সমর্থক-দরদিরা মিলে বাসে করে ব্রিগেডে এসেছিলেন। সকালেই বেরিয়েছেন। দুপুরে খাবারের জন্য আগেই স্থানীয় এক দোকানে অর্ডার দিয়েছিলেন। দোকানের মালিক স্থানীয় নেতাকে বলেন, আমি যদি আরও কিছুটা খাবার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যাই এবং সেখানে বিক্রি করি আপনাদের অসুবিধা হবে কি? নেতাটি বলেন, কীসের অসুবিধা? ব্রিগেডে কর্মীদের হাতে বরাদ্দ খাবার তুলে দিয়ে তিনি সভার এক ধারে গিয়ে বসেন খাবার নিয়ে। বিক্রি শেষ করে সভায় ঢোকেন। সভা শেষে তিনি বলেন, আমি এমন অনেক সভাতেই খাবার বিক্রি করতে এসেছি। প্রতিবার আমার অনেক টাকা খোয়া যায়। খেয়ে টাকা দেয় না। এ বার আমার এক টাকাও খোয়া যায়নি। কিন্তু এমন মিটিং কখনও দেখিনি। প্রভাসবাবু বলার সময়ে দেখলাম গোটা মাঠ চুপ করে বক্তব্য শুনছে। আমিও শুনেছি। এমনটা আমি ভাবতেই পারিনি। সব কিছু দেখে আমি আপনাদেরই লোক হয়ে গেলাম। আমি ফিরে গিয়ে এই মিটিংয়ের কথা সবাইকে বলব। এমনই জানা অজানা অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী থাকল ৫ আগস্টের ব্রিগেড।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

শাসকের বাধা

ব্রিগেড সমাবেশে আসার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি চলেছে এলাকায় এলাকায়। প্রথমে শাসক তৃণমূল সহ অন্য দলগুলো ভেবেছিল এদের সমাবেশে তেমন কিছু লোক হবে না। কিন্তু যত দিন গেছে ততই তারা বুঝেছে এই ব্রিগেড সমাবেশে যেতে কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিচ্ছেন গরিব মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে তাদের স্বরূপ। হুমকি দিয়ে, উচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে গরিব মানুষকে।

বিধাননগরের একাধিক জায়গায়, নিউটাউন ছাড়িয়ে মালঞ্চ এলাকায় হুমকি দিয়েছে তৃণমূলের নেতারা। বলেছে ব্রিগেডে গেলে কালই ঘর থেকে উচ্ছেদ করে দেব। মধ্য কলকাতার ফুটপাথবাসী ভ্যানচালক, কলেজস্ট্রিটের আশেপাশের বহু গরিব মানুষও পড়েছেন এই হুমকির মুখে। অন্যদিকে মধ্য কলকাতার একটি ওয়ার্ডে আবার হুমকি এসেছে বিজেপির কাছ থেকে। এমন ঘটনা রাজ্য জুড়ে কম নয়। তবু উপচে গেল ব্রিগেড। কোনও বাধাই মানুষকে সেদিন আটকাতে পারেনি। দলটা যে খেটেখাওয়া মানুষেরই।

অন্য চোখে ব্রিগেড

চারের পাতার পর

সমাবেশ এরকম সুশৃঙ্খল, আমি কল্পনাই করতে পারিনি। সাংবাদিকতার সূত্রে বহু জায়গাতেই গিয়েছি, বহু দলের মিটিং দেখেছি। কিন্তু এ অনবদ্য। আগামী দিনে দলের শক্তি বৃদ্ধির আশা জানিয়ে গেলেন তিনি।

গুজরাটের ডাং জেলা থেকে এসেছেন বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক। মূলত আদিবাসী প্রধান এই জেলায় বামপন্থী দল মানে এস ইউ সি আই (সি)। বিজেপি সহ অন্যান্য দলের প্রভাব থাকলেও মানুষ বিপদে-আপদে এস ইউ সি-র উপরই নির্ভর করে। এলাকায় জলের এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করতে গড়ে উঠেছে জন-অধিকার মঞ্চ। তাতে দলের কর্মীদের ভূমিকাই প্রধান। ব্রিগেড সমাবেশে সাধারণ সম্পাদকের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন নিজ নিজ জায়গায়।

মরুরাজ্য রাজস্থান থেকে এসেছেন অল্পবয়সী থেকে শুরু করে বয়স্ক মহিলা-পুরুষ। একজন মাঝবয়সী মহিলা স্যালুট করে বললেন— কমরেড, হামারা জিত জরুর হোগা। হামারা নেতা নে কহা ক্রান্তি হোগা, ইয়ে সমাবেশ দেখনে বাদ মালুম হুয়া ইয়ে বাত। হাম লোগ উধার অফিস বানায়েঙ্গে, আউর জোরদার কাম করেঙ্গে।

কয়েক মাস আগে স্বামী হারিয়েছেন হরিয়ানার ভিওয়ানির এক কমরেড। মেয়েকে নিয়ে ব্রিগেডে হাজির। বললেন, স্বামীর মতো আমিও দলের কর্মী। শোক নিয়ে বসে থাকার সময় এখন নয়। এখন সময় কাজ করার।

মঞ্চে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

কর্ণাটকের বাঙ্গালোর থেকে এসেছেন ট্রেড ইউনিয়নের এক দল কর্মী, এর মধ্যে মহিলারাই বেশি। সমাবেশ দেখে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এই রাজ্য থেকে এসেছেন কয়েক হাজার মানুষ। একজন বললেন, আবার যখন আসব তখন আরও অনেক লোক নিয়ে আসব।

তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি থেকে আসা দলের কর্মী-সমর্থকরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখেন, ফেরার নির্ধারিত ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। একেকটা কামরা থেকে মানুষ প্রায় ঝুলছে। এ রাজ্য থেকে বিশাল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক দক্ষিণ ভারতে যাতায়াত করেন। কর্মীরা রেললাইন অবরোধ করে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছেন বাড়তি বগি দিতে। লড়াইয়ের এমনই স্পর্ধা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন আগামীর দিকে।

পতাকা উত্তোলন করছেন কমরেড সৌমেন বসু

নির্বাচনে জয়ের জন্য আরও দাঙ্গা বাধাবে বিজেপি

স্পর্ধার ব্রিগেড

তিনের পাতার পর

পারেনি। যে জন্য মার্ক্সবাদী রাস্তায় যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেই পথ ধরেই সিপিআইএম-ও কী ভাবে মার্ক্সবাদী নামধারী পার্টি হিসাবে আজ একটি ভোটসর্বস্ব সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে, উদাহরণ তুলে ধরে তা ব্যাখ্যা করেন তিনি।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নত আদর্শ উন্নত চরিত্র ও উন্নত নীতি-নৈতিকতার জন্ম দেয়। এই শিক্ষা বুকে নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) জন্মলগ্ন থেকে গণআন্দোলনের পথ ধরে জনজীবনের প্রতিটি সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম গড়ে তুলছে, শোষিত মানুষকে সংগঠিত করছে।

দেশের সর্বাত্মক সংকটজনক পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিজেপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায়ই ডবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে গর্ব করেন। এই ডবল ইঞ্জিনের গাড়িতে আসলে বসে আছে আম্বানি, আদানিদের মতো হাতে গোনা একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী। আর এই গাড়ির চাকায় পিষ্ট হচ্ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে খাওয়া মানুষ। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপির ধর্মভক্তির মূলে আছে আছে ভোটের স্বার্থ। ভোটে জিততে এরা আরও দাঙ্গা বাধাবে। এদের অবশ্যই সরকারি ক্ষমতা থেকে হঠাতে হবে। কিন্তু শুধু ভোটের মাধ্যমে বিজেপিকে হঠালেই দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ দূর করা যাবে না। কমরেড ঘোষ দেখান, 'ইন্ডিয়া' বলে বিজেপি-বিরোধী যে জোট হয়েছে, সেটিও বিজেপির এনডিএ জোটের মতোই একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলির আরেকটি জোট।

রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। বলেন, ৩৪ বছরের সিপিএম শাসনে ত্যক্ত-বিরক্ত জনসাধারণ তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল ২০১১ সালে। তারা বলেছিল, বদল চাই। কোথায় সেই বদল? সেই নির্বাচনে তৃণমূলকে রিগিং করতে হয়নি। কিন্তু এখন প্রতিটি নির্বাচনে সিপিএমের রাস্তা ধরেই ব্যাপক রিগিং করে তারা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল রাজ্যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। বলেন, আগেকার দিনে জমিদাররা যেমন সারা বছর প্রজাদের রক্তশোষণ করে মাঝে মাঝে কাঙালিভোজন করাতো, তেমনই তৃণমূল সরকার জনগণেরই করের টাকায় তাদের নানা প্রকল্পের নামে অনুদান ছুঁড়ে দিচ্ছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই অবস্থায় প্রয়োজন দেশজোড়া গণআন্দোলন। কারণ, দলের নাম যাই-ই হোক, রাজনীতি আসলে দুটো। একটি শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষার রাজনীতি, অন্যটি পুঁজিবাদী শোষণবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থবাহী রাজনীতি। তিনি বলেন, পচা গলা পুঁজিবাদ আজ সমাজের বিকাশ রুদ্ধ করছে। মানুষের বিবেক, মনুষ্যত্ব, চরিত্রকে ধ্বংস করছে। এই অবস্থায় বিপ্লবের ঝান্ডা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এস ইউ সি আই (সি)। বড় বামপন্থী দল হিসাবে সিপিআইএমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন। ভোটসর্বস্ব রাজনীতি ছেড়ে আন্দোলনের রাস্তায় আসুক সিপিএম। আমরা একসঙ্গে মানুষের দাবি নিয়ে লড়ব।

জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা রাজনীতি সচেতন হোন। না হলে বারবার আপনাদের প্রতারিত হতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বীর শহিদদের নাম উল্লেখ করে উপস্থিত মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, “আপনারা যাঁরা প্রবল আবেগ নিয়ে আজকের সমাবেশে এসেছেন, তাঁরা ঘরের একটি দুটি সন্তানকে দলের হাতে তুলে দিন। তাদের হয়ত ফাঁসির দড়িতে প্রাণ যাবে, কিন্তু তারা জীবন দিয়ে হলেও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করে যাবে।” জনগণের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, “আপনারা আমাদের সমর্থন করুন। এই পার্টি আপনাদের, গরিব-শোষিত মানুষের পার্টি। এই দলকে আপনারা সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন।”

কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটল ব্রিগেডের ঐতিহাসিক সমাবেশের। দলের সঙ্গীত স্কোয়াডের কণ্ঠে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের হৃদয়স্পর্শী মূর্চ্ছনায় তখন ভরে উঠছে আকাশ বাতাস। মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণা বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন সংগ্রামী জনতা। এগোতে হবে আরও। এই পথেই। হ্যাঁ, কমরেড শিবদাস ঘোষের দেখানো পথেই।

ব্রিগেডে আসার জন্য ট্রেনে উঠছেন কর্মী-সমর্থকরা। ওড়িশার কটক স্টেশন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com